বন্ধ হল বা *আশ্রিত হালিকে* পরিণত হয়। তবে আক্ষরিক অর্থে পশ্চিম ইউরোপের মতো কঠোর ও সার্বিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্ভবত ভারতে গড়ে ওঠেনি।

◎ *প্রশ্ন ১৬। প্রাচীন ভারতে গিল্ড বা সংঘের উদ্ভব সম্পর্কে লেখো।*

▣ *উত্তর।* প্রাচীন ভারতে *শুঙ্গ, সাতবাহন, ইন্দো-গ্রিক, চোল* প্রমুখ আঞ্চলিক শক্তিগুলির রাজনৈতিক উত্থানপতনের মধ্যে ভারতের বণিক সম্প্রদায়ের শক্তি দৃঢ়তর হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে অভারতীয় শাসকদের অবস্থান বাণিজ্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও চিনের সঙ্গে এই সময় ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন শুরু হয়েছিল। বণিকদের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম প্রসারিত হয়েছিল বহির্ভারতে। বণিকশ্রেণি এই সময় পেশাগত স্বার্থে শিল্প বা বাণিজ্যকে সংগঠিত রূপদানে ব্রতী হয়েছিল। Guild বা সংঘের মাধ্যমে তাদের সাংগঠনিক রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন সাহিত্যে *গণ, পুপ, সংঘ* বা *নিগম* প্রভৃতি শব্দগুলি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

● **উৎপত্তির কারণ ঃ** প্রাচীন ভারতে ঠিক কী কারণে Guild বা সংঘের উৎপত্তি হয়েছিল, তা বলা কঠিন। সম্ভবত কারিগর বা শ্রমিকশ্রেণি ধনীদের অত্যাচার থেকে নিজেদের বাঁচানোর তাগিদে 'Guild' গঠন করে। পরবর্তীকালে বৃত্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার তাগিদে বণিক, সৈনিক, পুরোহিত প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার মধ্যে সংঘ তৈরির প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ে। Guild তৈরির আর-একটি কারণ হিসাবে *শিল্পের স্থানীয়করণ* (localisation)-কে দায়ী করা হয়। একটি নির্দিষ্ট স্থানে কেবল এক শ্রেণির কারিগরের অবস্থানের কথা *জাতক* গ্রন্থগুলি থেকে পাওয়া যায়। ফলে এক-একটি অঞ্চলে এক-এক পেশায় সংঘ গঠন সহজ হয়। ধীরে ধীরে গিল্ডের আয়তন বেড়ে যাওয়ার ফলে, এই সংগঠনের মাধ্যমে নিরাপত্তার পাশাপাশি এর সদস্যরা সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির সুযোগ পায়। উপরন্তু গিল্ডের সাথে যুক্ত বণিক বা কারিগর গিল্ডের সম্মিলিত মনোভাব থেকে বিশেষ আত্মসম্মানবোধ অর্জন করত।

● **সাংগঠনিক ভিত্তি ঃ** ***Richard Fick*** মনে করেন, শিল্প ও বাণিজ্যে গিল্ডের সাংগঠনিক চরিত্র এক ছিল না। বংশানুক্রমিক বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যবসায়ীরা তাদের নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হত। কিন্তু তাদের সংগঠন খুব উঁচু স্তরে ছিল না। অন্যদিকে, কারিগররা

Scanned by CamScanner

বংশানুক্রমিকভাবে বৃত্তি গ্রহণ করত। তাই Guild গঠনের ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকতা ছিল। তবে শিল্পে যতটা নিশ্চিত ভাব ছিল, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ততটা ছিল না।

● **প্রাচীন সাহিত্যে গিল্ড ঃ** বৈদিক সাহিত্যে গিল্ড-এর সমধর্মী সংগঠনের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্র ও জাতকসমূহে গিল্ড-এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। জাতকের বিভিন্ন অংশ থেকে গিল্ড-এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানা যায়। প্রতি গিল্ড-এর প্রধান পরিচালককে বলা হত *অধ্যক্ষ* বা *মুখ্য।* জাতকে একেই বলা হয়েছে *জেখক* বা *প্রমুখ।* এর প্রধান পরিচালক সাধারণত ধনী ব্যক্তি হতেন বা রাজানুগ্রহভাজন হতেন। অধ্যক্ষকে সাহায্য করত পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট *হিতবাদিন* ও *কার্যচিন্তক* নামক দুটি উপদেষ্টা সমিতি। *'অর্থশাস্ত্র'* থেকে জানা যায়, একজন হিসেব পরীক্ষক বাণিজ্যিক গিল্ডগুলির হিসেব রাখতেন। ধর্মশাস্ত্রের যুগে গিল্ড-এর রীতিনীতিকে আইনের স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং গিল্ড-এর অধিকার ও মর্যাদা রাষ্ট্র দ্বারা সুরক্ষিত করার অঙ্গীকার করা হয়। গিল্ডের সনদ মান্য করা সদস্যদের ক্ষেত্রে ছিল বাধ্যতামূলক।

● **অর্থনৈতিক ভূমিকা ঃ** গিল্ডের উৎপত্তির মূলে ছিল কারিগরি বৃত্তিগুলিকে সংগঠিত ও সুরক্ষিত করার প্রেরণা। পেশাগত শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্র সুগম করার পাশাপাশি প্রাচীন গিল্ডগুলি আধুনিক ব্যাংকের ভূমিকা পালন করত। নগদ অর্থ বা স্থাবর সম্পত্তি আমানত হিসেবে জমা রেখে গিল্ড ঋণ দিত। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে আমানতকারী হিসেবে দেখা যায়। এ থেকে গিল্ডের জনপ্রিয়তা ও বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয়। 'বৌদ্ধসূত্র' অনুসারে, প্রাচীন যুগের গিল্ডগুলি তার সদস্যদের অর্থনৈতিক জীবনের পাশাপাশি সামাজিক জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করত। 'গৌতম ধর্মসূত্রে' বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন বৃত্তিজীবী শ্রেণি বা গিল্ড নিজ নিজ সদস্যদের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকারী ছিল।

● **প্রশাসনিক ভূমিকা ঃ** *বিনয় পিটক*-এ গিল্ডের শাসন ও বিচার ক্ষমতার উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গিল্ড রাষ্ট্রকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছিল। অর্থশাস্ত্রে গিল্ড-এর সামরিক শক্তির উল্লেখ আছে। রাজ্য প্রয়োজন হলে এদের সাহায্য নিতেন। একে বলা হত *শ্রেণিবল।* গিল্ড-এর ক্রমবিকাশের আর-একটি স্তর হল তার রাজনৈতিক বৈধতা লাভ। গিল্ড-এর অধিকার সেখানে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়েছে। এইভাবে গিল্ড ক্রমান্বয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি সংস্থায় উন্নীত হয়েছে।

গিল্ড-এর কর্মধারায় বিভিন্ন নিয়মকানুন ছিল। ক্রেতা ও কারিগর উভয়ের স্বার্থ বিবেচনা করে গিল্ড পণ্যমূল্য স্থির করত। প্রতি গিল্ড-এর নিজস্ব সিলমোহর, প্রতীক ও পতাকা থাকত। জাতিপ্রথার ফলে গিল্ড-এর সদস্যের অভাব হত না। কারণ নির্দিষ্ট বর্ণ বা উপবর্ণের লোক পুরুষানুক্রমে একই শিল্পচর্চা করত। আবার বর্ণব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন গিল্ড-এর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল।

D. D. Kosambi গুপ্তযুগের গিল্ড সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ দেখাননি। তাঁর মতে, ভারত-রোম বাণিজ্যের পতন ও বৌদ্ধধর্মের উত্থানের ফলে ভারতের দূরপাল্লার বাণিজ্যে ভাটা পড়েছিল। পরিবর্তে শুরু হয়েছিল এলাকাভিত্তিক বাণিজ্য। এই নতুন পরিস্থিতিতে

Scanned by CamScanner

গিল্ডগুলির কার্যকারিতা শিথিল হয়েছিল। কিন্তু *রমেশচন্দ্র মজুমদার* মনে করেন, কুষাণ ও গুপ্তযুগে গিল্ড-এর কৌলীন্য ও জটিলতা-দুইই বেড়েছিল। নিজের স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করে গিল্ডগুলি শক্তির কেন্দ্র ও প্রগতির আধার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গিল্ডগুলি ছিল একদিকে সামাজিক শক্তি ও অলংকার। স্কন্দগুপ্তের *ইন্দোর লেখ* ও কুমারগুপ্তের *মান্দাসোর লেখ* থেকে গিল্ডের গুরুত্ব বোঝা যায়।

● **ধর্মীয় ভূমিকা ঃ** ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য গিল্ড-এর বিভিন্ন দামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক সময় গিল্ড নির্দিষ্ট কাজের বিনিময়ে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করত। যেমন কোনো মন্দিরে নিয়মিত প্রদীপ জ্বালানোর জন্য কিংবা বিশেষ সময়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নতুন পোশাক দেওয়ার জন্য গিল্ডগুলি চুক্তিবদ্ধ হত। সাধারণভাবে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ গিল্ড-এর বাইরে থেকে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারত না। কারণ ব্যক্তির পক্ষে গিল্ড-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া, গিল্ড-এ যোগ দিলে সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেত।

● **নেতাদের কর্তৃত্ব ঃ** অনেকের ধারণা, গিল্ড-এর নেতৃবৃন্দ নাগরিক জীবনে বিশেষ প্রতিপত্তি ভোগ করতেন। কিন্তু উষভ দত্তের *নাসিক গুহা* লেখ থেকে জানা যায় যে, এদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। তখন রাজনীতিকে রাজার বিশেষ অধিকারের বিষয় বলে মনে হত। এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বলা হয় যে, রাজার সাথে গিল্ড-এর অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। কারণ সুস্থ বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থাগম ঘটত। তাই রাজা গিল্ড-এর স্বাভাবিক কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতেন না। অর্থাৎ প্রাচীন যুগে গিল্ডগুলি গতানুগতিক বা সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি করার যন্ত্র ছিল না। সুস্থ সংস্কৃতি, সামাজিক নিরাপত্তা ও আর্থিক প্রগতির ক্ষেত্রেও এদের নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান—৫)

Scanned by CamScanner